চুয়াডাঙ্গায় নামাজরত অবস্থায় ছেলের হাতে পিতা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদরে ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পিতার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের মরদেহ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। অভিযুক্ত পুত্রকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পলাশপাড়ায় নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দোদুল হোসেন (৫৩) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পলাশপাড়ার মৃত কাজী আফাজ উদ্দিনের ছেলে ও ইতালি প্রবাসী ছিলেন ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ খালেদুজ্জামান খালেদুর রহমান জানান, দোদুল হোসেন তার পুত্রকে মোবাইল ফোনে গেম খেলতে নিষেধ করেন। ছেলে রিফাত এর কাছ থেকে পিতা তার মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়।

এতে রিফাত ক্ষিপ্ত হয়ে পিতা নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পিছন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরো জানান, অভিযুক্ত ছেলে রিফাতকে পুলিশ আটক করেছে। এখনো পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। লাশ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. তারেক জুনায়েত বলেন, আহত ব্যক্তির শরীরে চিহ্ন ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কোটচাঁদপুরে ৫ পরিবারের মাঝে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

করা হয়েছে, তবে বাকি দুইজন এখনো পলাতক রয়েছে।

তিন যুবক মিলে ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটি হত্যা করে, যা মোবাইলে ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হলে এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৫টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে মানিকদোয়া রাস্তার পাশে মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) (পিতা: শহিদুল ইসলাম), মিন্টু (পিতা: হারুন কাল্টা) এবং মোঃ সাইফুল ইসলাম (পিতা: ইমান আলী) মিলে একটি মেছো বিড়ালকে নির্মমভাবে হত্যা করে।
তারা ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটিকে হত্যা করে এবং সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করে।

পরবর্তীতে ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই নির্মম ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তারা আশা করছেন, দোষীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ যেন আর না ঘটে, সে জন্য প্রশাসন আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ০৪নং কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ০৪নং ওয়ার্ডের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ ফরহাদ হোসেন ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা বন কর্মকর্তাকে অবহিত করেন।

এরপর শনিবার (২২ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), উপজেলা বন কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলের পাশে মেছো বিড়ালটি দাফন করা হয়।

একই সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) কে গ্রেপ্তার করে। তবে বাকি দুই আসামি মিন্টু ও সাইফুল ইসলাম এখনো পলাতক রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিথি মিত্র বলেন, “বন্যপ্রাণী হত্যা একটি গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

উপজেলা বন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, “বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এখনো পলাতক রয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুযায়ী, কোনো বন্যপ্রাণী হত্যা বা ক্ষতি করলে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পুলিশ ইতোমধ্যে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং পলাতক দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এদিকে, পরিবেশবাদী ও প্রাণীপ্রেমীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

দর্শনায় ৩য় শ্রেনীর ছাত্রীর ধর্ষনের অপচেষ্টায় দুই কিশোর গ্রেফতার

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার গভীর রাতে দুই কিশোরকে গ্রেফতার করে দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে ভিকটিম নুসরাত জাহান রসুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তীতুমির জানান, গত রাতে ধর্ষনের অপচেষ্টা মামলার আসামী মদনা গ্রামের খলিল মিয়ার ছেলে নুরুজ্জামাল (১৬) কে মহেশপুর তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়।

অপর আসামী একই গ্রামের আব্দুল জলিল এর ছেলে হুসাইন (১৫) কে দামুড়হুদা তার নানী বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া ঐ একই রাতে জৈনক ইয়াসিন আলীর মেয়ে (নুসরাত জাহান রসুকে) জিজ্ঞসাবাদের জন্য দর্শনা থানায় নেওয়া হয়। এ সময় নুসরাতের সাথে তার পিতা ইয়াসিন আলীর স্ত্রী ও ছোট কন্যাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

রাতভর ভিকটিম ও তার মাতা-পিতা ও ছোট বোন (৫) আবস্থান করে। এরপর দুপুর ১টার দিকে ছোট বোনকে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা বাড়িতে নিয়ে যায়। আপরদিকে আসামী ২জন ও ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চুয়াডাঙ্গা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে নিয়ে পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ভিকটিম ও তার মাতা-পিতাকে ছেড়ে দেবেন বলে জানান, দর্শনা থানা অফিসার্স ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর। নুরুজ্জামাল ও হুসাইনকে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জেল হাজতের সেপহমে পাঠিয়ে দেন বলে জানান।

পুত্র সন্তানের বাবা হলেন সাংবাদিক ফরহাদ

পুত্র সন্তানের বাবা হলেন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা প্রতিনিধি ফরহাদ হোসেন। গত শনিবার সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটে দর্শনা মুক্তি ক্লিনিকে সিজারিয়ানের মাধ্যমে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সাংবাদিক স্ত্রী মায়মুনা খাতুন। বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন মা ও ছেলে।

প্রথম বাবা হলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সদস্য ফরহাদ হোসেন। সদ্য ভূমিষ্ট পুত্র সন্তানকে নিয়ে আনন্দের শেষ নেই তার। পুত্র সন্তানের বাবা হওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দর্শনা ব্যুরো প্রধান ও রাজধানী টেলিভিশনের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি আহসান হাবীব মামুন।

স্ত্রী মায়মুনা খাতুন ও সদ্য ভূমিষ্ট পুত্র সন্তানের জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন সাংবাদিক ফরহাদ।

দামুড়হুদায় সাংবাদিকদের সাথে ইউএনও এর মতবিনিময়

দামুড়হুদা উপজেলার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন নব যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। আজ সোমবার বেলা ২টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র’র সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, আরিফুল ইসলাম মিলন। প্রেসক্লাব সদস্য শেখ হাতেম, আনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম মানিক, বিল্লাল হোসেন। দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, সহসভাপতি মোজাম্মেল শিশির। দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল হক, সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সহ সম্পাদক মনিরুজ্জান সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী প্রমূখ।

মতবিনিময় সভা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটা সাংবাদিক তাদের মতামত তুলে ধরেন। দামুড়হুদা উপজেলার সম্ভাবনা এবং সমস্যা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা একটি বর্ডার বেল্ট সাইড। পূর্বের মতো এখনো এসব সাইড দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য আসে, এরমধ্যে ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন এবং ব্রুপ্রোফাইন ইনজেকশন অন্যতম। ভারত থেকে যখন গরু আসে বা গরু পার হয়ে বাংলাদেশে আসে তখন ইন্ডিয়ান বিএসএফ বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু যখন মাদকদ্রব্য আসে তখন বিএসএফ কিছুই বলে না, বরঞ্চ আরও সাহায্য সহযোগিতা করে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামীলীগ সরকার পতন হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত বর্তমানে উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে গিয়েছে। কোন স্কুলে কমিটি না থাকার কারণে কেউ কারো কোনো কথা শোনে না, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাশ হয় না। দামুড়হুদা সদরে

সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মাসে তিন দিনও ঠিকমতো ক্লাস হয়না, বাজার ঘাট ও স্কুলের বর্তমানে কোন কমিটি নেই, যার ফলে কেউ কোন দায়িত্ব পালন করছেনা।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম নিবন্ধন নিয়ে খুবই হয়রানির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্রচুর পরিমাণে জন্ম নিবন্ধন পেন্ডিং রয়েছে। কারো কারো গত দুই বছরের জন্ম নিবন্ধন পর্যন্ত এখনো ঝুলে আছে, টাকা নিয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি। সরকারি নির্ধারিত ফি’র তিনগুণ চার গুণ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। সঠিক সময়ে জন্ম নিবন্ধন না পাওয়ার কারণে এই ইউনিয়নের প্রায় অর্ধশত প্রাইমারি শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারেনি। শুধু তাই নয় জন্ম নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে হঠকারিতা গ্যাঞ্জাম ফ্যাসাদ লেগেই আছে। দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাইরে থেকে চকচকে দেখা গেলেও তার ভেতরের বর্তমান চিত্রপট খুবই শোচনীয়, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাত সুইপার না থাকার কারণে বাথরুম গুলোর বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে, সেখানে রোগী এবং জনসাধারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টয়লেট ব্যবহার করছে।

অথচ সুইপারের নামে সরকারি টাকা ঠিকই পাচ্ছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে সকল খাবার পরিবেশন করা হয় তাও নিম্নমানের ও সঠিক ভাবে রুটিন মনে কাজ হয়না। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারদের ঠিকমত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ট্রেনিং এর নামে তারা বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে। সন্ধ্যার পরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে মাদকের অভয়ারণ্য। ফলে যারা সেখানে থাকে তারা রাতে বাইরে বের হতে ভয় পায়। দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ডে সব সময় যানজট লেগেই থাকে, তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। শুধু দামুড়হুদা বাসট্যান্ড নয় ডুগডুগি পশুহাট, কার্পাসডাঙ্গা হাটও সাপ্তাহিক হাটের দিন চরম যানজটে পরিণত থাকে, যা স্থায়ীভাবে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। দামুড়হুদা উপজেলা একটি কৃষি নির্ভর অঞ্চল। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদন হয়। কিন্তু তা বিক্রির জন্য এই অঞ্চলে কোন স্থায়ী ধানের হাট নেই। ধান বেচা কেনার জন্য সুদূর জীবননগর উপজেলায় নিয়ে যেতে হয়। যা কৃষকের জন্য খুবই কষ্টকর। তাই দামুড়হুদায় একটি ধানের হাট খুবই প্রয়োজন। এছাড়াও এই উপজেলায় কিশোরগ্যাং একটা বড় সমস্যা। শুধু তাই নয় দর্শনায়ই এক মাসের ব্যবধানে চার পাঁচটি স্থান থেকে বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। যাতে করে দর্শনাবাসী খুবই ভয়ে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

এছাড়াও এখনো সাংবাদিকদের মাদক দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাবে করা হয়। ইতিমধ্যে সাংবাদিকের নামে

মাদকের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টাকরী ওই পুলিশ অফিসার কে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হয়। এসময় উপজেলার সকল বিষয়ে দামুড়হুদা ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা নবাগত ইউএনও তিথি মিত্র’র পাশে থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, যে সকল সমস্যার কথা শুনলাম তা নিরসনে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এককভাবে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, তবে সমস্যা নিরসনে আমার শতভাগ চেষ্টা থাকবে। সঠিক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতায় এই দামুড়হুদা উপজেলা হয়ে উঠবে একটি চমৎকার উপজেলা।

চুয়াডাঙ্গায় ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার নির্বাচিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ও শ্রেষ্ঠ এসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই মাসুদুর রহমান।

গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ ফেব্রুয়ারী মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ সর্বোচ্চ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। জেলার মধ্যে বেশিরভাগ ওয়ারেন্ট আসামী গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করেন। দর্শনা থানাধীন বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলর ঘটনার মূল আসামি গ্রেফতার এসব ঘটনার রহস্য উদঘাটন অন্যান্য আসামি গ্রেফতার সহ লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে সাফল্য দেখিয়েছে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন এলাকার নিয়মিত মামলার এজাহার নামীয় আসামি গ্রেফতার করে। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা ইত্যাদি ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরপ চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার সুযোগ্য অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর, শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ মাসুদুর রহমান, শ্রেষ্ঠ এএসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আরিফুল ইসলাম।

কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিতরণী করে ক্রেস্ট প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম সেবা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম জনাব কনক কুমার, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর) সার্কেল জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ সহ পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ।

মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান

পরীক্ষামূলকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরের তরুণ উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি জানান, “আমার ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু চাষ করার। ইউটিউবে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনোহরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত কৃষি কর্মকর্তা মোরশেদ বিল্লাহর সহযোগিতায় ৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগ তৈরি করি এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করি।”

তিনি আরও বলেন, “আমার চাষ করা মাশরুমগুলো ওয়েস্টার জাতের এবং বর্তমানে এগুলোর বয়স আড়াই মাস। মাশরুম পলিব্যাগ তৈরির জন্য আমি

কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কাঠের গুঁড়া ও মাশরুমের বীজ ব্যবহার করেছি। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আহামরি কিছু করতে হয় না। তবে অতিরিক্ত গরমে দিনে ৩-৪ বার বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করতে হয়।”

ছত্রাক সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, “কোনো পলিব্যাগে ছত্রাক দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে হবে। না হলে অন্য পলিব্যাগগুলোও আক্রান্ত হবে।”

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মাশরুম চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মাশরুম মূলত শীতপ্রধান দেশে ভালো চাষ হয়। তাই চাষের জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেখানে সরাসরি রোদ না আসে এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। যদি গরম বেশি হয়, তাহলে সকালে, দুপুরে ও রাতে বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়।”

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, “শুরুর দিকে আমার ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগের মধ্যে প্রায় ৪০টি নষ্ট হয়ে যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার ফলে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি—কীভাবে এটি তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়। ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন।”

এছাড়াও তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানান তার মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরার জন্য।

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় “তোমার আমার বাংলাদেশ, ভোট দিব মিলেমিশে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা

নির্বাচন অফিসের যৌথ আয়োজনে প্রথমে নির্বাচন অফিস চত্বর থেকে র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভোটার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ভোটার তালিকা স্বচ্ছভাবে করতে হবে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন কোনো নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের প্রতিটি ভোটার যেন সুষ্ঠু পরিবেশে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত যেকোনো নির্বাচনে স্বচ্ছভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের মতো ভোট ব্যবস্থা আমরা আর চাই না।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহলের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নূর উল্লাহ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা ইমরান খান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মারুফ বিল্লাহ, নাহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের আয়োজনে ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর বাজারে পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহর

সভাপতিত্বে পরিচিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের আহব্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, অনুষ্টানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন, দর্শনা থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইকরামুল হক, দর্শনা থানা কৃষকদলের আহব্বায়ক আশরাফুল হক (বিল্লব), দর্শনা থানা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আশাবুল হক আনার।

দর্শনা থানা কৃষকদলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় এ পরিচিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি আওলাদ হোসেনকে, সাধারন সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি হামিদুর রহমান ওরফে হাসেম আলী, বাবুল হালসানা, জহিরুল ইসলাম খোকন, নুর বক্স, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মামুন, শফিকুল ইসলাম শফি, হযরত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন আলম, যুগ্ন-সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মদন হালদার, বাবলুর রহমান বাবু, প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম, দপ্তর সম্পাদক মামুন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) বাবু মোল্লা, সদস্য আব্দুল মান্নান, রফিকুল ইসলাম, সিদ্দিক আলী, রবিউল ইসলাম ও ভবেশ হালদার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, মৎসীজীবী দল সহ বিএনপি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নের্তৃবৃন্দ।